19

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 17 MAR 1997 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৪

এসএসসি'র অবশিষ্ট পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে ॥ সরকারী প্রেসনোট

সরকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর। সরকার আশা করে যে, এসএসসি পরীক্ষার অবশিষ্ট বিষয়সমূহ নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রেসনোটে বলা হয়, একটি অভিন্ন প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ৭৮২টি কেন্দ্রে একযোগে ৬ মার্চ থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়। ১২ মার্চ পর্যন্ত ৬টি বিষয়ের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৩ মার্চ ইংরেজী ১ম পত্রের পরীক্ষার দিন ধার্য ছিল। ১২ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ইংরেজী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া সংক্রান্ত একটি খবর ছাপা হলে বিষয়টি বোর্ড কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। এ বিষয়ে বোর্ড তাৎক্ষণিকভাবে

—(১৫ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর) **এসএসসি'র অবশিষ্ট**

তথ্য অনুসন্ধানের প্রয়াস চালায়।

ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে একটি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে সংবাদ পাওয়া যায় যে, সেখানে ১৩ মার্চ নির্ধারিত ইংরেজী ১ম পত্রের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের বদলে ভুলক্রমে ইংরেজী ২য় পত্রের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। বিষয়টি অবহিত হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৩ মার্চ '৯৭ বোর্ডসমূহকে ইংরেজী ২য় পত্রের নৈর্ব্যক্তিক অংশের পরীক্ষা স্থগিত করার পরামর্শ দেয়।

১৩ মার্চ '৯৭ অপরাহ্নে ইংরেজী ২য় পত্রের কথিত ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের হাতে লেখা একটি কপি ঢাকা বোর্ড সংগ্রহ করে। কথিত ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সাথে মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডের উর্ধতন ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ সংরক্ষিত মূল প্রশ্নপত্রের পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে দেখেন এবং উভয়ের মধ্যে বহুলাংশে সঙ্গতি দেখতে পান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি অবহিত হয়ে ইংরেজী ২য় পত্রের রচনামূলক পরীক্ষা একই দিনে স্থগিত করে জাতীয় প্রচার মাধ্যমসমূহে প্রচারের ব্যবস্থা নেয় এবং দেশের সকল জেলা প্রশাসক ও বোর্ডসমূহকে টেলিফোন ও ফ্যাক্সযোগে অবহিত করা হয়।

ইংরেজী ১ম পত্রের কথিত ফাঁস হওয়া হাতে লিখা প্রশ্নপত্র বোর্ডের হস্তগত হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে কর্তৃপক্ষের পরীক্ষাধীন আছে। শীঘ্রই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া সংক্রান্ত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার এযাবৎ নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ক) চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে একটি কেন্দ্র থেকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ইংরেজী ২য় পত্রের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র বের করার বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। খ) প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে তদন্তের জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ড একটি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। গ) মন্ত্রণালয় থেকে সকল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণকে প্রশ্নপত্র সংরক্ষণের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আরও অধিক তৎপর হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ঘ) প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত বিষয়ে আশু করণীয় এবং সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে বিস্তারিত তদন্তের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রাথমিক পর্যায়ে কোন কোন বিষয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে তা নির্ণয় করবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, সংকলন, মুদ্রণ, প্যাকেটকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং কেন্দ্র পর্যায়ে তা নিরাপদ হেফাজতে রাখার বর্তমান পদ্ধতিসমূহ সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে প্রতিটি পর্যায়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির ত্রুটি অনুসন্ধান করবে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ রাখবে। একই সাথে এ বছরের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তিগণকে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চালাবে। ঙ) প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে লালবাগ থানায় একটি এজাহার দেয়া হয়েছে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে ইতোমধ্যে উত্তরা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভুক্তভোগী পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের প্রতি সরকার সহানুভূতিশীল এবং তাদের অসুবিধার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করছে। সরকার আশা করে, অবশিষ্ট পরীক্ষাসমূহ নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তবে ভবিষ্যতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণিত হলে, জনস্বার্থে সে ব্যাপারে ত্বরিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং তা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।